রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ৫, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ই কার্তিক, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২রা নভেম্বর, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, এর, ও নং ২৯৪-আইন/২০০৮ ।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ** ।—(১) এই বিধিমালা চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা বাংলাদেশের বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা স্থলে চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(খ) "আপীলেট কর্তৃপক্ষ" অর্থ কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য গঠিত আপীলেট কর্তৃপক্ষ;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) "কালার কোড" অর্থ চিকিৎসা-বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অংশ হিসাবে চিকিৎসা সেবা স্থলে উৎপাদিত চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের উদ্দেশ্যে তফসিল-৩ অনুযায়ী পৃথক পৃথক পাত্রে পৃথকীকৃত চিকিৎসা-বর্জ্যের বর্ণ বিণ্যাস।

মূল্য ঃ টাকা ১৪·০০

(ঙ) "চিকিৎসা-বর্জ্য" অর্থ মানবকুলের চিকিৎসা, প্রতিষেধক ব্যবস্থা, রোগ নির্ণয় বা রোগ সংক্রান্ত গবেষণার ফলশ্রুতিতে উৎপাদিত যে কোন কঠিন, তরল, বায়বীয় ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাহা নির্গত, নিক্ষিপ্ত বা স্তুপীকৃত হইয়া পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করে এবং তফসিল-১ এ বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর বর্জ্যও চিকিৎসা বর্জ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) "চিকিৎসা-বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ" অর্থ চিকিৎসা-বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, বিনষ্টকরণ, ভস্মীকরণ, পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ;

(ছ) "চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" অর্থ চিকিৎসা-বর্জ্য পরিবহণ, মজুদকরণ, নথি সংরক্ষণ, পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান;

(জ) "চিকিৎসা সেবা স্থল" অর্থ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা, যেমন— সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল, কনসালটেশন চেম্বার, প্রাইভেট ক্লিনিক, নার্সিংহোম, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী, ডিসপেনসারী, ঔষধের দোকান, ব্লাড ব্যাংক এবং তফসিল-২ বর্ণিত কর্মকান্ড পরিচালনাকারী কোন প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঝ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন তফসিল;

(ঞ) "পরিদর্শক" অর্থ অধিদপ্তরের কোন পরিদর্শক;

(ট) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম;

(ঠ) "লাইসেন্স" অর্থ বিধি ৫ এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দখলদারকে প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ড) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি" অর্থ কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক হইতে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ঢ) "স্থানীয় এলাকা" অর্থ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন এলাকা, পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌর এলাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে গ্রাম এলাকা।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ সংজ্ঞায়িত হয় নাই এইরূপ কোন শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে সংজ্ঞায়িত শব্দ বা অভিব্যক্তির সমার্থক হইবে।

৩। **কর্তৃপক্ষ গঠন**।—আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, উহা জারী হইবার তিন মাসের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে প্রত্যেক বিভাগে "কর্তৃপক্ষ" নামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক)	বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সভাপতি (পদাধিকারবলে);
(খ)	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য;
(গ)	মহা-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব।

৪। **কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**— এই বিধিমালার অধীন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং প্রয়োজনে, বাতিল করা ;

(খ) দফা (ক) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা ;

(গ) দখলদার কর্তৃক চিকিৎসা-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারী করা ;

(ঘ) চিকিৎসা-বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ, প্রচার ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা ;

(ঙ) বিধি ৬ (জ) অনুযায়ী দখলদার কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলিত আকারে প্রত্যেক বৎসরের **৩১** মার্চের মধ্যে মহা-পরিচালকের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা ; এবং

(চ) এই বিধিমালার অধীন গৃহীত ও গৃহীতব্য অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যাপারে মহা-পরিচালকের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫। **লাইসেন্সের ধরণ, প্রদানের পদ্ধতি, নবায়ন ও বাতিল।**—(১) এই বিধিমালার অধীন নিম্নবর্ণিত তিন ধরনের লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) চিকিৎসা-বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, মজুদকরণ বিনষ্টকরণ ও ভস্মীকরণ লাইসেন্স ;

(খ) চিকিৎসা-বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন লাইসেন্স ; এবং

(গ) চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ লাইসেন্স।

(২) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন দখলদার চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উক্তরূপ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিধির কোন কিছু প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফিসসহ ফরম-**১** এ প্রতিটি আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োজনীয় তদন্ত সম্পন্নপূর্বক আবেদনকারীর চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করিবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে আবেদনকারীকে প্রার্থিত লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রার্থিত লাইসেন্স প্রদান করিতে হইবে; অন্যথায় প্রার্থিত লাইসেন্স না মঞ্জুরের কারণ উল্লেখপূর্বক বিষয়টি লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে উহা পরবর্তী তিন বৎসর মেয়াদের জন্য বৈধ থাকিবে এবং পরবর্তী মেয়াদের উহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফিসসহ ফরম-১ এ আবেদন দাখিলপূর্বক নবায়ন করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দখলদার লাইসেন্সের মেয়াদান্তে উহা নবায়ন না করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিলে তাহাকে লাইসেন্স নবায়নের জন্য অনধিক ত্রিশ দিনের সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশ প্রদানকালীন সময়ে তাহার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা যাইবে এবং উক্তরূপ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দখলদার লাইসেন্স নবায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাহাকে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল করা হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর বিধান সত্ত্বেও, চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের যোগ্যতা অর্জনের সামর্থ প্রদর্শনার্থে কোন দখলদারকে অনূর্ধ্ব এক বৎসর মেয়াদী "পরীক্ষামূলক লাইসেন্স" প্রদান করা যাইবে।

(৮) উপ-বিধি (৪) ও (৭) এর অধীন কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ফরম-২ এ উহা প্রদান করা হইবে।

(৯) এই বিধির অধীন কোন ব্যক্তি এক বা একাধিক ধরনের লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১০) কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদার লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দখলদারকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া, প্রযোজন হইলে, লাইসেন্স বাতিলের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(১১) এই বিধির অধীন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। **লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদারের কর্তব্য ও দায়িত্ব**।—(১) আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দখলদারের কর্তব্য ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) চিকিৎসা-বর্জ্য মানবকুলের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ছাড়া ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ নিশ্চিতকরণের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

(খ) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;

(গ) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সহিত সম্পৃক্ত বা এইরূপ কর্মকান্ডে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে উহার ক্ষতিকারক দিক হইতে নিরাপদ রাখিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

(ঘ) তফসিল-৬ এ উল্লিখিত চিকিৎসা-বর্জ্য বিনষ্টকরণ ও শোধনের "আদর্শ মান" বজায় রাখিয়া অসংক্রামিত অবস্থায় চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

(ঙ) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বা তদ্সংশ্লিষ্ট কোন কাজের ক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনা সংগটিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ফরম-৩ এ এতদ্সংক্রান্ত দুর্ঘটনা প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা;

(চ) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট বার্ষিক নথি পত্র রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যূন তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করা ; এবং

(ছ) পূর্ববর্তী বৎসরের চিকিৎসা বর্জ্যের শ্রেণী ও পরিমান সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রত্যেক বৎসরের ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে ফরম-৪ এ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা ।

(২) প্রত্যেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদার জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশসম্মত উপায়ে চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের নিশ্চয়তা প্রদানে আর্থিক ও আইনগতভাবে দায়ী থাকিবে ।

৭ । **চিকিৎসা-বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, পরিবহণ ও মজুদকরণ** ।—(১) চিকিৎসা-বর্জ্য অন্যান্য বর্জ্যের সহিত মিশ্রিত করা যাইবে না ।

(২) চিকিৎসা-বর্জ্য মজুদ, পরিবহণ, বিশোধন এবং বিনষ্টকরণের পূর্বেই তফসিল-৩ অনুযায়ী উৎপাদনের স্থানে ঢাকনাযুক্ত পাত্রে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং তফসিল-৪ অনুযায়ী ঢাকনাযুক্ত পাত্র লেবেলযুক্ত করিতে হইবে ।

(৩) চিকিৎসা-বর্জ্য উৎপাদনের প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে কোন বর্জ্য-বিশোধন স্থলে কোন ঢাকনাযুক্ত পাত্রে পরিবহণ করা হইলে, পাত্রটি লেবেলযুক্ত করা ছাড়াও উহাতে তফসিল-৫ অনুসারে তথ্য প্রদর্শন করিতে হইবে ।

(৪) অশোধিত বিপজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্য কেবল এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত যানবহনেই পরিবহণ করিতে হইবে ।

(৫) অশোধিত কোন চিকিৎসা-বর্জ্য আটচল্লিশ ঘন্টার বেশী মজুদ করিয়া রাখা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের পরেও চিকিৎসা-বর্জ্যটি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে মজুদ রাখিবার প্রয়োজন হইলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদারকে চিকিৎসা-বর্জ্যটি মানব স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলিবে না এবং পরিবেশ দূষিত করিবে না । এইরূপ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে নিশ্চিতকরণপূর্বক, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকার ভিতরে সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকার ভিতরে পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের ভিতরে ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে ।

(৬) কেবল বিচ্ছিন্ন, সীমানাচিহ্নিত এবং সুরক্ষিত এলাকাসমূহ চিকিৎসা-বর্জ্য মজুদকরণের জন্য ব্যবহার করা যাইবে এবং মজুদকরণের জন্য ব্যবহার করা কক্ষগুলিতে পর্যাপ্ত অবাধ বায়ু সঞ্চালনের ও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের সুবিধা থাকিতে হইবে ।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ বর্ণিত এলাকা ও কক্ষগুলি অব্যবহৃত থাকাকালে কক্ষগুলি তালাবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং উক্ত এলাকা ও কক্ষগুলিতে কেবল দখলদার ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত কর্মচারীর প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকিবে ।

(৮) চিকিৎসা সেবা স্থলের বাহিরে প্রক্রিয়াজাত চিকিৎসা-বর্জ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশাবলী, সময় ও নিয়মে অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিবহণ করিতে হইবে ।

(৯) চিকিৎসা সেবা স্থলে উৎপাদিত পৃথকীকৃত অবিপজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্য এবং যথাযথভাবে শোধিত বিপদজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্য নির্ধারিত এলাকায় নিরাপদ অপসারণের কাজ, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ অব্যাহত রাখিবে ।

৮। **চিকিৎসা-বর্জ্য বিনষ্টকরণ ও ভস্মীকরণ এলাকা নির্ধারণ**।—বিধি ৭ এর বিধান অক্ষুণ্ন রাখিয়া, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ উহার এখতিয়ারাধীন স্থানীয় এলাকায় চিকিৎসা-বর্জ্যসমূহের সাধারণ বিনষ্ট ও ভস্মীকরণের লক্ষ্যে স্তুপীকরণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৯। **চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ**।—চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দখলদার এর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) তফসিল-৬ এ বর্ণিত সময়ভিত্তিক মানদন্ড প্রতিপালনপূর্বক চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন, অপসারণ বা বিনষ্ট করা ;

(খ) লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করা অথবা বর্জ্য বিশোধন সুবিধাজনক করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(গ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত এতদ্‌সংক্রান্ত নিরাপত্তামূলক পোষাক, যন্ত্রপাতি, সামগ্রী ইত্যাদি ব্যবহার করা;

(ঘ) চিকিৎসা সেবা স্থল বা ক্ষেত্রমত, চিকিৎসা-বর্জ্যের পাত্রের গায়ে সহজে বোধগম্য বাংলা ভাষায় স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত চিকিৎসা-বর্জ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশনাবলী লিপিবদ্ধ করা;

(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে চিকিৎসা-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা; এবং

(চ) ক্ষতিকারক চিকিৎসা-বর্জ্য অসংক্রামিত অবস্থায় অপসারণ করা।

১০। **প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা**।—(১) এই বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি সকল যুক্তিসংগত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোন ভবন বা স্থানে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইবেন, যথাঃ—

(ক) আইন বা এই বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা;

(খ) আইন বা এই বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক কোন ভবন বা প্রাঙ্গনে কোন কাজ পরিদর্শন করা;

(গ) কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষা এবং যাচাই করা;

(ঘ) আইন বা এই বিধির অধীন প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ ভংগ করিয়া কোন অপরাধ, কোন ভবন বা স্থানে সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নিকট যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে, উক্ত ভবন বা স্থানে তল্লাশী পরিচালনা করা; এবং

(ঙ) আইন বা এই বিধির অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল অথবা অন্য কোন কিছু আটক করা।

(২) কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদার এই বিধির অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকল সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১১। **বিধিমালা লঙ্ঘনের দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে এইরূপ লঙ্ঘন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হইলে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্তির জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘনকারী যদি কোন কোম্পানী বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের, ক্ষেত্রমত, মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায়—

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধিত কোম্পানী, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বাবিশিষ্ট সংস্থা হইলে, উপরি-উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

১২। **অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ।**—অধিদপ্তরে কোন পরিদর্শক, বা মহাপরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত প্রতিবেদন ব্যতিরেকে কোন আদালত এই বিধিমালার অধীন কোন অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও, তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ষাট দিনের মধ্যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বা মহাপরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া, উক্তরূপ লিখিত প্রতিবেদন ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে, অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। **মামলার নিষ্পত্তি।**—এই বিধিমালার অধীন মামলাসমূহের বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধান অনুসরণ করা হইবে।

১৪। **আপীল।**—(১) এই বিধিমালার অধীন কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ দ্বারা কোন দখলদার সংক্ষুব্দ হইলে তিনি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে উহা অবহিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে ফরম-৫ এ আপীলেট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও, আপীল আবেদনকারী যুক্তিসংগত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল-আবেদন দায়ের করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি আপীলেট কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ষাট দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

১৫। **আপীলেট কর্তৃপক্ষের গঠন এবং ইহার ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—(১) বিধি ১৪-তে বর্ণিত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে আপীলেট কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক)	যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে);
(খ)	উপ-সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	সদস্য (পদাধিকারবলে);
(গ)	উপ-সচিব (পরিবেশ-২), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	সদস্য (পদাধিকারবলে)।

(২) আপীলেট কর্তৃপক্ষ, আপীলকারীর নিকট হইতে আপীলের আবেদন প্রাপ্ত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল শুনানীর নির্ধারিত তারিখ অবহিত করিয়া আপীলকারীর উপর লিখিত নোটিশ জারী করিতে পারিবে।

(৩) আপীলেট কর্তৃপক্ষ আপীল শুনানীর উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে, পক্ষগণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি তলব করিতে পারিবে।

(৪) আপীল শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে এবং উক্তরূপ শুনানী মূলতবী হইলে, পরবর্তী তারিখে আপীলটির শুনানী গ্রহণ করা যাইবে।

(৫) আপীলের দরখাস্ত প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে আপীলেট কর্তৃপক্ষ প্রতিটি আপীল নিষ্পত্তি করিবে।

(৬) আপীল শুনানীর নির্ধারিত তারিখে আপীলকারী অনুপস্থিত থাকিলে আপীলেট কর্তৃপক্ষ আপীলটি একতরফাভাবে খারিজ করিতে পারিবে।

(৭) আপীলেট কর্তৃপক্ষ, আপীল আবেদন শুনানীর পর কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আদেশ অনুমোদন, সংশোধন কিংবা বাতিল করিতে পারিবে।

(৮) আপীলেট কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১৬। **উপদেষ্টা কমিটি গঠন।**—(১) এই বিধিমালার অধীন চিকিৎসা-বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং চিকিৎসা-সেবা, পরিবেশ-ব্যবস্থাপনা ও পৌর প্রশাসন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিবে।

(২) জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি চিকিৎসা-বর্জ্যের ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সকল প্রকার প্রাসঙ্গিক নীতিমালা বা এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবে এবং এতদ্‌বিষয়ে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নে, সময়ে সময়ে, সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে।

তফসিল-১

[বিধি-২ (১)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য

শ্রেণী বিভাগ	বর্জ্যের শ্রেণী	কতিপয় উদাহরণ
শ্রেণী-১	সাধারণ বর্জ্য (অক্ষতিকারক/ জীবাণুমুক্ত/ অসংক্রামিত)	ব্যবহার্য কাগজ/মোড়ক, প্লাস্টিক বা ধাতব কৌটা, ঔষধের স্ট্রিপ, খালী বাক্স ও কার্টুন, প্যাকিং বাক্স, পলিথিন ব্যাগ, মিনারেল পানির বোতল, কাঁচের খালী বোতল, বিস্কিটের মোড়ক, ইনজেকশনের খালী ভায়েল, অসংক্রামিত ব্যবহার্য স্যালাইন ব্যাগ ও সেট, অসংক্রামিত ব্যবহার্য সিরিঞ্জ, অসংক্রামিত কাপড়/গজ/তুলা, অসংক্রামিত রাবার দ্রব্য/কর্ক, ফলমূলের খোসা, উচ্ছিষ্ট খাবার, রান্না ঘরের আবর্জনা, ডিমের খোসা, ডাবের মালা, প্রেশারাইজ খালী কৌটা ইত্যাদি ।
শ্রেণী-২	এনাটমিক্যাল বর্জ্য	মানব দেহের কাটিয়া ফেলা বিভিন্ন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, টিস্যু, কাটিয়া ফেলা টিউমার, গর্ভফুল, গর্ভপাত/গর্ভসংক্রান্ত বর্জ্য ইত্যাদি ।
শ্রেণী-৩	প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য	ল্যাবরেটরি কালচার, মজুদ অথবা বিভিন্ন টিকার নমুনা, বায়োলজিক্যাল টক্সিন, পরীক্ষার জন্য দেওয়া রক্ত/কফ/মল/ সিরাম/শরীরের নিঃসরণ ইত্যাদি ।
শ্রেণী-৪	রাসায়নিক বর্জ্য	বিভিন্ন প্রকার রিএজেন্ট, ডেভলপার, ডায়ালাইসিস এ ব্যবহার্য ও রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি ।
শ্রেণী-৫	ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য	বাতিলকৃত, মেয়াদ উত্তীর্ণ, সংক্রামিত বা ব্যবহার উত্তীর্ণ ঔষধ ইত্যাদি ।
শ্রেণী-৬	সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য	রক্ত/পূজ/দেহ রস দ্বারা সংক্রামিত গজ, বেন্ডেজ, তুলা, স্পঞ্জ, সোয়াব, মব, প্লাস্টার, ক্যাথিটার, ড্রেনেজ টিউব, রক্ত সঞ্চালনের ব্যাগ/টিউব, রক্ত দ্বারা সংক্রামিত স্যালাইন সেট, জমাট বাঁধা রক্ত/দেহ রস, ডায়রিয়া রোগীর সংক্রামিত কাপড় চোপর, সংক্রামিত সিরিঞ্জ ইত্যাদি ।
শ্রেণী-৭	তেজস্ক্রিয় বর্জ্য	রেডিওএকটিভ আইসোটোপ, তেজস্ক্রিয় বস্তু দ্বারা সংক্রামিত সকল বর্জ্য, অব্যবহৃত এক্সরে মেশিনের হেড ইত্যাদি ।
শ্রেণী-৮	ধারাল বর্জ্য (সংক্রামিত ও অসংক্রামিত)	মেডিকেলে ব্যবহৃত সকল প্রকার সুই, সকল প্রকার ব্লেড, ভাঙ্গা স্লাইড, ব্যবহৃত এ্যম্পুল, ভাঙ্গা বোতল/কাঁচ/টেস্ট টিউব/পিপেট/জার, নেইল, স্টীল এর তার, অর্থোপেডিক কাজে ব্যবহৃত স্ক্রু, স্টীল প্লেট, পিন ইত্যাদি ।
শ্রেণী-৯	পুনঃব্যবহারযোগ্য সাধারণ বর্জ্য (অক্ষতিকারক/ জীবাণমুক্ত/ অসংক্রামিত)	ব্যবহার্য কাগজ/মোড়ক, প্লাস্টিক বা ধাতব কৌটা, ঔষধের স্ট্রিপ, খালী বাক্স ও কার্টুন, প্যাকিং বাক্স, পলিথিন ব্যাগ, মিনারেল পানির বোতল, কাঁচের খালী বোতল, বিস্কিটের মোড়ক, ইনজেকশনের খালী ভায়েল, অসংক্রামিত ব্যবহার্য স্যালাইন ব্যাগ ও সেট, অসংক্রামিত ব্যবহার্য সিরিঞ্জ, অসংক্রামিত কাপড়/গজ/তুলা, অসংক্রামিত রাবার দ্রব্য/কর্ক ।

শ্রেণী বিভাগ	বর্জ্যের শ্রেণী	কতিপয় উদাহরণ
শ্রেণী-১০	তরল বর্জ্য (সংক্রামিত ও অসংক্রামিত)	ব্যবহৃত পানি, পানের পিক, বমি, কফ, সাকশন করা তরল, পূজ, দেহ রস, সিরাম, তরল রক্ত, গর্ভের পানি, তরল রাসায়নিক দ্রব্য, অব্যবহৃত তরল ঔষধ, ড্রেনেজ ব্যাগের তরল বর্জ্য ইত্যাদি।
শ্রেণী-১১	প্রেসারাইজড বর্জ্য	প্রেসারাইজড কৌটা/ক্যান/কনটেইনার

বর্জ্যের শ্রেণী	বর্জ্যের শ্রেণীর নমুনা	পরিশোধন ও বিনষ্টকরণ
ক্যাটাগরী নং-১	সাধারণ বর্জ্য (অসংক্রামিত/ অক্ষতিকারক বর্জ্য	(ক) প্রাঙ্গন বা গণ আবর্জনা ফেলার স্থানে অপসারণ। (খ) প্লাস্টিক বর্জ্য কাটিয়া টুকরা করিয়া পুনঃব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা।
ক্যাটাগরী নং-২	এনাটমিক্যাল বর্জ্য	(ক) প্রাঙ্গন/নিরাপদ স্থানে কংক্রিটের পিট (Pit method) পদ্ধতিতে শোধন/বিনষ্টকরণ। (খ) গভীর মাটি চাপা দেওয়া (পরিমাণে অল্প হলে) (গ) বাষ্প অটোক্লেভিং/মাইক্রোওয়েভ ট্রিটমেন্ট/ ইনসাইনেরেটর এর ব্যবহার।
ক্যাটাগরী নং-৩	প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য	ক্যাটাগরীর নং-২ (এনাটমিক্যাল বর্জ্য) এর মত।
ক্যাটাগরী নং-৪	রাসায়নিক বর্জ্য	(ক) মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক বর্জ্য সরবরাহকারীকে ফেরত প্রদান (পরিমাণে বেশী হলে)। (খ) প্রচুর পরিমাণে পানি মিশাইয়া তরলীকরণের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করিয়া পয়ঃনিস্কাশন প্রণালীতে অপসারণ (পরিমাণে অল্প হলে)। (গ) রাসায়নিকভাবে পরিশোধন/নিষ্ক্রিয় করিয়া সুয়ারেজ প্রণালীতে অপসারণ।
ক্যাটাগরী নং-৫	ফার্মাসিউটিক্যাল	ক্যাটাগরী নং-৪ (রাসায়নিক বর্জ্য) এর মত
ক্যাটাগরী নং-৬	সংক্রামক/ জীবাণুযুক্ত বর্জ্য	(ক) প্রাঙ্গন/নিরাপদ স্থানে কংক্রিটের পিট (Pit method) পদ্ধতিতে শোধন/বিনষ্টকরণ। (খ) গভীর মাটি চাপা দেওয়া (পরিমাণে অল্প হলে) (গ) বাষ্প অটোক্লেভিং/মাইক্রোওয়েভ ট্রিটমেন্ট/ ইনসাইনেরেটর এর ব্যবহার।
ক্যাটাগরী নং-৭	তেজস্ক্রিয় বর্জ্য	প্রতি কেজি বর্জ্যে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ০.১ এম বি কিউ-এর বেশী হইলে উহা অবশ্যই Bangladesh Atomic Energy Comission এর বিধান অনুসারে শোধন ও বিনষ্ট করিতে হইবে।
ক্যাটাগরী নং-৮	ধারাল বর্জ্য	(ক) প্রাঙ্গণ/নিরাপদ স্থানে কংক্রিটের পিট (Pit method) পদ্ধতিতে বিনষ্টকরণ। (খ) এনক্যাপসুলেসন (Encapsulation) (গ) গভীর মাটি চাপা দেওয়া (পরিমাণে অল্প হবে)। (ঘ) ইনসাইনেরেটর (Incinerator) এর ব্যবহার।

বর্জ্যের শ্রেণী	বর্জ্যের শ্রেণীর নমুনা	পরিশোধন ও বিনষ্টকরণ
ক্যাটাগরী নং-৯	পুনঃব্যবহার যোগ্য সাধারণ বর্জ্য	ক) বাষ্প অটোক্লেভিং দ্বারা শোধন করে পুনঃ ব্যবহার করা।
		খ) রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা শোধন করে পুনঃ ব্যবহার করা।
ক্যাটাগরী নং-১০	তরল বর্জ্য (সংক্রামিত/অসংক্রামিত)	ক) প্রচুর পরিমাণে পানি মিশিয়ে তরলীকরণের মাধ্যমে পয়ঃনিস্কাশন প্রণালীতে অপসারণ।
		খ) ১% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশন মিশিয়ে, রাসায়নিকভাবে শোধন করে পয়ঃ প্রণালীতে অপসারণ।
শ্রেণী-১১	প্রেসারাইজড বর্জ্য	ক) সরবরাহকারীকে ফেরত প্রদান (পরিমাণে বেশী হলে)
		খ) পদ্ধতি সম্মত ভাবে ডিপ্রেসারাইজড করে সাধারণ/পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ যোগ্য বর্জ্যের সাথে অপসারণ (পরিমাণে অল্প হলে)।

উপরোক্ত ঐচ্ছিক ক্ষমতা (option) প্রযুক্তির সহজলভ্যতার উপর নির্ভরশীল। দখলদার/অপারেটর অন্য কোন বিশেষ ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করিলে তদবিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান মঞ্জুরের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

ক. প্রাঙ্গনে নিরাপদ পিট পদ্ধতি/গভীর মাটিচাপা দেওয়ার জন্য সীমানাচিহ্নিত স্থানের ব্যবহার এবং গণ আর্বজনা ফেলার স্থানের ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ বর্ণিত মানদন্ড প্রতিপালন পূর্বক সংরক্ষিত ও নিরাপদ এলাকা ব্যবহার করিতে হইবে।

খ. হ্যালোজেন যৌগযুক্ত, যেমন পিভিসি প্লাস্টিকস, বিশাল পরিমাণ রাসায়নিক বর্জ্য চুল্লীতে (Incinerator) পোড়ানো যাইবে না যে পর্যন্ত না শোধন সুবিধায় ধোঁয়া গ্যাস পরিষ্কারের জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি রহিয়াছে।

গ. স্টীম অটোক্লেভিং (বা মাইক্রোওয়েভ ট্রিটমেন্ট) অবশ্যই তফসিল-৬ এ বর্ণিত মানদন্ড অনুযায়ী হইতে হইবে।

ঘ. তরল রাসায়নিক বর্জ্য পয়োঃপ্রণালীতে ফেলিবার পূর্বেই তফসিল-৬ এর মানদন্ড প্রতিপালন করতঃ রাসায়নিকভাবে নিশোধন treatment করিতে হইবে।

ঙ. ধারাল বর্জ্য অপসারণের পূর্বে রাসায়নিকভাবে নিশোধন treatment করিতে হইবে।

চ. পুনঃ ব্যবহার রোধকল্পে রাবার/প্লাষ্টিক জাতীয় নল কাটিয়া টুকরা করিতে হইবে এবং বিভিন্ন ব্যাগ (স্যালাইন ব্যাগ, রক্ত ব্যাগ, ইউরিন ব্যাগ ইত্যাদি) ফুটা/কাটিয়া দিতে হইবে।

তফসিল-২

[বিধি-২ (জ) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের উৎপাদক ও উৎপাদনজনিত কর্মকান্ড

বৃহত্তর উৎপাদক	ক্ষুদ্রতর উৎপাদক
• হাসপাতাল, অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বড় স্বাস্থ্য সেবা স্থাপনা, যেমন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বহির্বিভাগীয় রোগী ক্লিনিক, ধাত্রীবিদ্যা ও প্রসূতি ক্লিনিক, ইত্যাদি ।	• ছোট স্বাস্থ্য সেবা স্থাপনাসমূহ, যথা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চিকিৎসকের অফিস, ডেন্টাল ক্লিনিক, আকুপাংচারবিদ, কাইরোপ্রেক্টর ইত্যাদি ।
• সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র	• বিশেষ সুবিধা সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য সেবা স্থাপনা, যেমন রোগমুক্তি-পরবর্তী স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নার্সিং হোম, মনঃরোগ হাসপাতাল, বিকলাঙ্গ প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি
• শবাগার ও ময়না তদন্ত কেন্দ্র	• অ-স্বাস্থ্যকর কার্যক্রম, যথা সৌন্দর্যবর্ধক কান-চিদ্রকরণ, উল্কি আঁকার ঘর, ইত্যাদি ।
• প্রাণী গবেষণা, পরীক্ষা ও চিকিৎসা	• শব সৎকার সেবা
• ব্লাড ব্যাংক ও রক্ত সংগ্রহ সেবা	• এ্যাম্বুলেন্স সেবা
• বৃদ্ধদের নার্সিং হোম	

তফসিল-৩

[বিধি-৭ (২) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য পাত্র ও কালার কোড

কালার কোড	বর্জ্যের বিভাগ	বর্জ্যের শ্রেণী	বর্জ্যের ধরণ	পাত্র
কাল	সাধারণ বর্জ্য	শ্রেণী-১, ১১	অক্ষতিকারক, অসংক্রামিত, জীবাণুমুক্ত বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন প্লাস্টিক বিন
হলুদ	ক্ষতিকারক বর্জ্য	শ্রেণী-২, ৩, ৪, ৫, ৬	এনাটমিক্যাল, প্যথলজিক্যাল, সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত, বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন প্লাস্টিক বিন
লাল	ধারাল বর্জ্য	শ্রেণী-৮	সংক্রামিত, অসংক্রামিত, জীবাণুযুক্ত, জীবাণুমুক্ত বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন অভেদ্য পুরু প্লাস্টিক বিন, বাক্স
নীল	তরল বর্জ্য	শ্রেণী-১০, ৪	ক্ষতিকারক, অক্ষতিকারক, সংক্রামিত, অসংক্রামিত, জীবাণুযুক্ত, জীবাণুমুক্ত, কেমিক্যাল বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন প্লাস্টিক গামলা, বিন
সিলভার	তেজষ্ক্রিয় বর্জ্য	শ্রেণী-৬	বিকিরণযোগ্য বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন লিড বক্স
সবুজ	পুনঃ ব্যবহার যোগ্য সাধারণ বর্জ্য	শ্রেণী-৯	অক্ষতিকারক, অসংক্রামিত, জীবাণুমুক্ত বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন প্লাস্টিক বিন

- তেজষ্ক্রিয় বর্জ্য সংরক্ষণ বা পরিবহনের জন্য সিলভার রং এর ছিদ্রবিহীন লিড এর তৈরী বক্স বা বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের নির্দেশিত নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে।
- তরল ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য অল্প পরিমাণ হইলে তরল বর্জ্য রাখার নীল পাত্রে রাখা যাইতে পারে।
- ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য অল্প পরিমাণ হইলে ক্ষতিকারক বর্জ্য রাখার হলুদ পাত্রে রাখা যাইতে পারে।
- বিভিন্ন প্রকার কেমিক্যাল বর্জ্য এক সাথে এক পাত্রে রাখা যাইবে না, কারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে।
- পিট পদ্ধতিতে পঁচন প্রক্রিয়া তরান্বিত করার জন্য অল্প পরিমাণ রান্নাঘরের বর্জ্য হলুদ পাত্রে রাখা যাইবে।
- পুনঃ ব্যবহার্য সাধারণ বর্জ্য (শ্রেণী-৯) এর পরিমাণ অল্প হইলে, সাধারণ বর্জ্যের (শ্রেণী-৮) এর সাথে কাল পাত্রে রাখা যাইতে পারে।
- প্রতিটি বর্জ্য রাখার পাত্রে স্পষ্ট বাংলা ভাষায় রং ভেদে বর্জ্যের ধরণ লিখিতে হইবে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত সাংকেতিক চিহ্ন/ লেবেল ব্যবহার করিতে হইবে।

তফসিল-৪

[বিধি-৭ (২) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের প্যাকেটজাত করণের সাংকেতিক চিহ্ন (Symbol)

দহনযোগ্য বর্জ্য (Oxidizing substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ

বৃত্তের উপর আগুনের শিখা ঃ কাল রং

পটভূমি ঃ হলুদ রং

সংক্রামক বর্জ্য (Toxic substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ দুইটি হাড়ের উপর মাথার খুলি-কাল রং

পটভূমি ঃ সাদা রং

জীবাণুযুক্ত বর্জ্য (Infectious substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ

বৃত্তের উপর তিনটি প্রতিস্থাপিত চন্দ্রাকৃতি ঃ কাল রং

পটভূমি ঃ সাদা রং

তেজস্ক্রিয়/বিকিরণযোগ্য বর্জ্য (Radioactive substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ ঘূর্ণায়মান পাখা-কাল রং

পটভূমি ঃ উপরের অর্ধেক হলুদ এবং নীচের অর্ধেক সাদা রং

ক্ষয়কারক বর্জ্য (Corrosive substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ হাত এবং একটি ধাতুর প্রতি আকর্ষিত দুইটি পাত্র থেকে উপচিয়ে পড়া তরল-কাল রং

পটভূমি ঃ উপরের অর্ধেক সাদা রং এবং নীচের অর্ধেক সাদা বর্ডারে কাল রং

অন্যান্য ক্ষতিকারক বর্জ্য (Corrosive substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ উপরের অর্ধেক অংশে সাদা রং এর পটভূমিতে কাল রং এর সাতটি লম্বা দাগ

পটভূমি ঃ নীচের অর্ধেক কাল বর্ডারে সাদা রং

হাসপাতালের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত বর্জ্যের বিন/পাত্রের সাংকেতিক চিহ্ন (Symbol)

সাধারণ বর্জ্যের বিন (General waste bin)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ

কাল রং এর বৃত্ত ।

কাল রং এর বর্ডারে সাদা রং এর পটভূমি

সংক্রামক বর্জ্যের বিন (Toxic waste bin)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ

হলুদ রং এর বৃত্তের উপর কাল রং এর তিনটি প্রতিস্থাপিত চন্দ্রাকৃতি ।

হলূদ বর্ডারের উপর সাদা পটভূমি ।

ধারাল বর্জ্যের বিন (Sharp waste bin)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ

লাল রং এর বৃত্তের ভিতরে সাদা রং এর দুইটি হাড়ের উপর মাথার খুলি ।

লাল বর্ডারের উপর সাদা পটভূমি ।

পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্যের বিন (Recycleable waste bin)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ

সবুজ রং এর বৃত্তের ভিতরে কাল রং এর তিনটি তীর চিহ্ন ।

সবুজ রং এর বর্ডারের উপর সাদা পটভূমি ।

নোট ঃ

১ । মোড়ক অধৌতযোগ্য এবং সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হইতে হইবে ।

২ । বর্জ্যের শ্রেণীভেদে নির্ধারিত রঙ্গিন বিনে/পাত্রে বাংলা ভাষায় সহজে বোধগম্য নির্দেশনাবলী লেখা যেতে পারে । যেমন ঃ "সাবধানে নাড়াচাড়া করুন" "বর্জ্য আমাকে দিন" ইত্যাদি ।

তফসিল-৫

[বিধি-৭ (৩) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের পরিবহনকালীন পাত্র/ কৌটার মোড়ক

দিন...................... মাস ....

বছর ....

উৎপন্নের তারিখ ঃ ....

বর্জ্যের ক্যাটাগরী নং ঃ ....

বর্জ্যের শ্রেণী ঃ ....

বর্জ্যের বর্ণনা ঃ ....

প্রেরকের নাম ও ঠিকানা	প্রাপকের নাম ও ঠিকানা
নাম ঃ	নাম ঃ
ঠিকানা ঃ	ঠিকানা ঃ
ফোন নং ঃ	ফোন নং ঃ
টেলেক্স নং ঃ	টেলেক্স নং ঃ
ফ্যাক্স নং ঃ	ফ্যাক্স নং ঃ
যোগাযোগের ব্যক্তি	যোগাযোগের ব্যক্তি

জরুরী প্রয়োজনে অনুগ্রহপূর্বক যোগাযোগ করুন ঃ

নাম ও ঠিকানা ঃ

ফোন নং ঃ

- প্রক্রিয়াজাতকরণ/অপসারণের লক্ষ্যে যে ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান বর্জ্য সংগ্রহ করিবে, এই লেবেল পূরণ করিবার দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে।
- এই লেবেলের তথ্য বর্জ্য প্রেরণকারী ও বর্জ্য সংগ্রহকারী উভয়ই সংরক্ষণ করিবে এবং লেবেলে বর্জ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর থাকিবে।
- লেবেলটি অমোচনীয় কালীতে লিখিতে হইবে। লেবেলটি স্টিকার বা ট্যাগ হইতে পারে।

তফসিল-৬

[বিধি-৯ (ক) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের বিনষ্টকরণ ও শোধণের মানদণ্ড

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক দেয় সময়ভিত্তিক মানদণ্ড দ্বারা চিকিৎসা-বর্জ্যের বিনষ্টকরণ ও পরিশোধন মানদণ্ড নির্ধারিত হবে।

ইনসাইনেরেটরের মানদণ্ড (Standards for Incinerators) :

আবর্জনা পোড়ানোর সমস্ত চুল্লির নিম্নলিখিত যন্ত্রচালনাগত ও নির্গতকরণ মানদণ্ড (operating and emission standards) থাকিতে হইবে ঃ

(ক) **যন্ত্র চালনাগত মানদণ্ড (Operating Standards)**

১। দহণ ক্ষমতা হইবে কমপক্ষে ৯৯.০০%

২। দহণ ক্ষমতা নিম্নোক্ত আকারে হিসাব করা হইবে ঃ

$$\text{দহন ক্ষমতা} = \frac{\text{\% কার্বন-ডাই অক্সাইড}}{\text{\% কার্বন-ডাই অক্সাইড + \% কার্বন মনোক্সাইড}} \times ১০০$$

$$\text{Combustion efficiency (C.E)} = \frac{\%\ CO_2}{0\%\ CO_2 + \%\ Co} \times 100$$

৩। প্রাথমিক চেম্বারের তাপমাত্রা হইবে নিম্নতম ৮০০° সেন্ট্রিগ্রেড ± ৫০° সেন্ট্রিগ্রেড

৪। দ্বিতীয় চেম্বারের গ্যাসের স্থায়িত্ব কাল ১০৫° সেন্ট্রিগ্রেড ± ৫০° সেন্ট্রিগ্রেড এ কমপক্ষে ১ সেকেন্ড হইবে যেইখানে স্ট্যাক (Stack) গ্যাসের মধ্যে কমপক্ষে ৩% অক্সিজেন থাকিবে।

(খ) **নির্গতকরণ মানদণ্ড (Emission Standards)**

প্রতি Nm3 তে কত মিলিগ্রাম স্থিতিমাপ ও কেন্দ্রীকরণ (১২% কার্বন-ডাই অক্সাইড সংশোধন) (Parameters and concentration in mg/ Nm3 (12% correction)

(১) পার্টিকিউলেট ম্যাটার (Particulate matter) ঃ ১৫০/ মিলি গ্রাম

(২) নাইট্রোজেন অক্সাইড (Nitrogen Oxides) ঃ ১৫০ মিলি গ্রাম

(৩) এইচ সিএল (HCL) ঃ ৫০ মিলি গ্রাম

(৪) গ্যাস স্তরের উচ্চতা মাটির উপর হইতে কমপক্ষে ৩০ মিটার হইবে

(৫) ছাইয়ের মধ্যে উদ্বায়ী জৈব যৌগ (Volatile organic compounds) ০.০১% এর বেশী হইবে না।

(গ) **নোট ঃ**

১. মানানসই নকশাযুক্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল স্থাপন করিতে হইবে। উপরিউক্ত নির্গতকরণ সীমা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে আবর্জনা পোড়ানো চুল্লির পেছনের দিকে উক্ত কৌশল যুক্ত করিতে হইবে।

২. পোড়ানোযোগ্য বর্জ্য কোন ক্লোরিনযুক্ত সংক্রামক রোগজীবানুনাশক (chlorinated disinfectant) দ্বারা রাসায়নিকভাবে শোধন করা যাইবে না ।

৩. ক্লোরিনযুক্ত প্লাষ্টিক পোড়ানো যাইবে না ।

৪. ভস্মসাৎকৃত ছাইয়ে বিষাক্ত ধাতব পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত নিয়ন্ত্রণমূলক পরিমাণের (regulatory quantities) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে ।

৫. এল.ডি. ওডিএলএস. এইচ. এস ১ ডিজেল (L.D.Od LS. H.S.l Diesel) এর মত শুধুমাত্র নিম্নমানের সালফার জ্বালানি আবর্জনা পোড়ানো চুল্লিতে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হইবে ।

বর্জ্য অটোক্লেভিং করার মানদণ্ড (Standards for waste autoclaving)

কোষানুনাশক (Cytotoxic), রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয়া বর্জ্য ব্যতীত বিপদজ্জনক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্যের সংক্রামক রোগের জীবানু নাশক ও বিশোধনের উদ্দেশ্যে অটোক্লেভ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ।

(১) ঘনত্ব প্রবাহ পরিচালনাকালে অটোক্লেভ (autoclave) চিকিৎসা-বর্জ্য নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে ঃ

(ক) অটোক্লেভ এর স্থায়ীত্বকাল ৬০ মিনিটের কম না হইলে, তাপ কমপক্ষে ১২১° সেণ্ট্রিগ্রেড এবং চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ড হইবে; অথবা

(খ) অটোক্লেভ এর স্থায়ীত্বকাল ৪৫ মিনিটের কম না হইলে তাপ কমপক্ষে ১৩৫° সেণ্ট্রিগ্রেড এবং প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চাপ কমপক্ষে ৩১ পাউন্ড হইবে; অথবা

(গ) অটোক্লেড এর স্থায়ীত্বকাল ৩০ মিনিটের কম না হইলে তাপ কমপক্ষে ১৪৯° সেণ্ট্রিগ্রেড এবং চাপ কমপক্ষে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৫২ পাউন্ড হইবে ।

(২) বায়ু শূণ্য অটোক্লেভ চালনা করার সময় অটোক্লেভ হইতে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া দিবার প্রয়োজনে বিপদজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্য কমপক্ষে একটি পূর্ব হইতে বায়ুশূণ্য অটোক্লেভ এর স্পন্দন প্রয়োজন হইবে । বর্জ্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিবে ঃ

(ক) প্রতি অটোক্লেভ এর স্থায়ীত্বকাল ৪৫ মিনিটের কম না হইলে, তাপ কমপক্ষে ১২১° সেণ্ট্রিগ্রেড এবং চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কমপক্ষে ১৫ পাউন্ড হইতে হইবে; অথবা

(খ) প্রতি অটোক্লেভ এর স্থায়ীত্বকাল ৩০ মিনিটের কম না হইলে, তাপ কমপক্ষে ১৩৫° সেণ্ট্রিগ্রেড এবং চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কমপক্ষে ৩১ পাউন্ড হইবে ।

(৩) অটোক্লেভ প্রক্রিয়াকালে কোন বিপজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্যকে সঠিকভাবে শোধিত বলিয়া বিবেচনা করা যাইবেনা যে পর্যন্ত না, তাপমাত্রা এবং চাপ সূচক এই সংকেত প্রদান করে যে, সময়, তাপমাত্রা ও চাপের নির্ধারিত সীমা অর্জিত হইয়াছে ।

কোন কারণে সময়, তাপমাত্রা ও চাপ সূচক যদি এই সংকেত প্রদান করে যে তাপমাত্রা, চাপ বা স্থায়িত্বকালের (residence time) নির্ধারিত সীমা অর্জিত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে বিপজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্যের সমস্ত বোঝা (load) সঠিক তাপমাত্রা, চাপ, ও স্থায়িত্বকালের নির্ধারিত সীমা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত, অবশ্যই পুনরায় অটোক্লেভ করিতে হইবে ।

(৪) যন্ত্রচালনাগত স্থিতিমাপ ধারণ (Recording of operational parameters) তারিখ, দিবসের সময়, বোঝা সনাক্তকরণ সংখ্যা (Load identification number) এবং যন্ত্রচালনাগত স্থিতিমাপ (Operating Parameters) স্বয়ংক্রিয় ও অবিরামভাবে প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক অটোক্লেভে চিত্রলেখ (graphic) অথবা কম্পিউটার রেকডিং ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৫) বৈধতা পরীক্ষা (Validation test)

(৬) বীজগুটি পরীক্ষা (Spore test)

প্রতিটি অটোক্লেভ সর্বোচ্চ নকশাশক্তি মোতাবেক সম্পূর্ণরূপে একই অনুপাতে অনুমোদিত জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত নির্দেশক ধ্বংস করিতে থাকিবে। অটোক্লেভ-এর জন্য জীববিজ্ঞান সূচক হইবে স্টিয়ারো থার্মোফিলাস রোগ জীবানু বীজ যাহা দাগকাটা অথবা বীজ দ্বারা ডোরাকাটা যাহাতে কমপক্ষে প্রতি মিলিলিটারে ১×১০^{৪} বীজ থাকিবে। কোনো অবস্থাতেই একটি অটোক্লেভ স্থিতিকাল, তাপ-চাপ যাহাই হউক না কেন, ৩০ মিনিটের কম হইবে না এবং তাপ ১২১° সেন্ট্রিগ্রেড এবং চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ডের কম হইবে না।

(৭) রুটিন পরীক্ষা (Routine Test)

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রং পরিবর্তনশীল রাসায়নিক সূচক ফিতা বিশেষ তাপমাত্রা অর্জিত হওয়া সম্পর্কে পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাইবে। প্যাকেটের অভ্যন্তরস্থ বস্তু পর্যাপ্তভাবে অটোক্লেভ্ড্ করা হইয়াছে মর্মে নিশ্চিকরণের জন্য বিভিন্ন স্থানে বর্জ্য-প্যাকেটের উপর একাধিক ফিতা ব্যবহারের প্রয়োজন হইতে পারে।

তরল বর্জ্যের মানদন্ড (Standard for Liquid Test)

হাসপাতালে উৎপাদিত নির্গমনশীল তরল বর্জ্য নিম্নলিখিত সীমার সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে ঃ

স্থিতিমাপ (Parameters)	**অনুমতিযোগ্য সীমা (Permissible Limits)**
পিএইচ (PH)	৬.৩-৯.০
ভাসমান কঠিন পদার্থ (suspended solid)	প্রতিলিটারে ১০০ মিলিগ্রাম
তেল ও চর্বিজাতীয় পদার্থ (Oil and grease)	প্রতি লিটারে ১০ মিলিগ্রাম
বি ও ডি (BOD)	প্রতি লিটারে ৩০ মিলিগ্রাম
সি ও ডি (COD)	প্রতি লিটারে ২৫০ মিলিগ্রাম
জৈব নিরূপণ পরীক্ষা (Bio-assay test)	১০০% তরল বর্জ্য ব্যবহারের ৯৬ ঘন্টা পর ৯০% মাছ বেঁচে থাকবে

এই সকল সীমা ঐসব হাসপাতালসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যেইগুলি প্রান্তিক শোধন পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Terminal sewage treatment plant) ছাড়া পয়ঃপ্রণালীর সহিত যুক্ত বা গণ পয়ঃ প্রণালীর সহিত যুক্ত নহে।

মাইক্রোওয়েভিং করার মানদণ্ড (Standards for Microwaving)

(১) সাইটোটক্সিক, রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, প্রাণীর দূষিত মৃতদেহ, শরীরের অঙ্গ এবং বৃহৎ ধাতব দ্রব্যের জন্য মাইক্রোওয়েভ শোধণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতিতে ফলপ্রসুতা পরীক্ষা/রুটিন পরীক্ষা (efficacy test/ routine test) অব্যাহত থাকিবে এবং নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত যন্ত্র চালনার পূর্বেই সরবরাহকারী কর্তৃক কার্য সম্পাদন অঙ্গীকার (Performance guarantee) দেওয়া হইবে।

(৩) মাইক্রোওয়েভ সম্পূর্ণভাবে একই অনুপাতে রোগজীবানু এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত অঙ্গ নাশ করিতে থাকিবে যাহা অনুমোদিত জীববিজ্ঞান সূচক মাইক্রোওয়েভ ইউনিটের সর্বোচ্চ নকশা ক্ষমতা নিশ্চিত করিবে। মাইক্রোয়েভের জীববিজ্ঞান সূচক হইবে অতিক্ষুদ্র রোগজীবানু গুটি (Bacillus subtilis spores) যাহাতে দাগ ও গুটির ডোরাকাটা এবং কমপক্ষে প্রতি মিলি লিটারে ১০^{৪} গুটি থাকিবে।

গভীর মাটিচাপা দেওয়ার মানদণ্ড (Standards for Deep Burial)

(১) প্রায় দুই মিটার গভীর গর্ত খুঁড়িতে হইবে তবে ভূগর্ভস্ত পানির স্তরের উচ্চতা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। গর্তের অর্ধেক বর্জ্য দিয়া ভরিতে হইবে, পরে পৃষ্ঠভাগের ৫০ সেন্টিমিটারের ভিতরে গর্তের বাকী অর্ধেক মাটি দিয়া ঢাকিবার পূর্বেই চুন দিয়া ঢাকিতে হইবে।

(২) ইহা নিশ্চিত করিতে হইবে যে উক্ত গর্তের স্থানে যেন কোন প্রাণী প্রবেশ করিতে না পারে। মরিচামুক্ত লোহার বেষ্টনী (বেড়া)/তারের জাল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৩) গর্তে প্রতিবার অতিরিক্ত বর্জ্য ফেলিবার ক্ষেত্রে বর্জ্য আবরণী হিসাবে ১০ সেন্টিমিটার একটি মাটির স্তর স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) নিবিড় ও নিবেদিত পর্যবেক্ষণের অধীনে মাটি চাপার কাজটি নিস্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) গভীর মাটিচাপার স্থানটি অপেক্ষাকৃত অভেদ্য হইতে হইবে এবং উক্ত স্থানের কাছাকাছি (কমপক্ষে ১৫ মিটার) কোন অগভীর কুয়া থাকিতে পারিবে না। প্রয়োজনবোধে অভেদ্য তলদেশ প্রয়োগ করা যাইবে।

(৬) ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থিত পানি দূষণ নিবারণ নিশ্চিতকরণের জন্য গর্তটি বসতি হইতে দূরে স্থাপন করিতে হইবে। গর্তের স্থানটি বন্যা প্রবণ বা মাটিক্ষয় প্রবণ হইতে পারিবে না।

(৭) গভীর মাটি চাপার স্থানটি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৮) প্রতিষ্ঠানটিকে গভীর মাটি চাপার জন্য নির্মিত সকল গর্তের ব্যাপারে একটি নথি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

রাসায়নিক/তেজস্ক্রীয় বর্জ্য পরিশোধন/অপসারণের মানদণ্ড (Standards for Radioactive waste treatment and disposal)

রাসায়নিক/ তেজস্ক্রীয় বর্জ্য পরিশোধন এবং অপসারনে বাংলাদেশ সরকারের এ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনের নীতিমালা অনুসৃত হইবে।

ফরম-১

[বিধি-৫(৩) ও ৫(৬) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স/লাইসেন্স নবায়নের আবেদন পত্র

(প্রতিলিপি সহকারে দাখিল করিতে হইবে)

বরাবর

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ,

ঠিকানা ঃ

আবেদনকারীর নাম (বড় হাতের অক্ষরে পূর্ণনাম) ঃ ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ ....

ঠিকানা ঃ ....

টেলিফোন নং .... ফ্যাক্স নং .... টেলেক্স নং ....

২। যেই সমস্ত কর্মকান্ডের জন্য ক্ষমতা প্রদান প্রার্থীত হইয়াছে ঃ

(ক) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা লাইসেন্স

(খ) সংগ্রহকরণ ও পরিবহন লাইসেন্স

(গ) প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন, নির্মুল বা ধ্বংস ও অপসারণ লাইসেন্স

৩। সম্পূর্ণ নতুনভাবে ক্ষমতা প্রদান বা নবায়নের জন্য আবেদন করা হইয়াছে কি না অনুগ্রহপুর্বক উল্লেখ করুন (নবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্ষমতাপ্রদানের নম্বর ও তারিখ)

৪। ঠিকানা

(ক) চিকিৎসা-বর্জ্য নাড়াচাড়াকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা

(খ) বিশোধন সুবিধা স্থানের ঠিকানা

(গ) বর্জ্য বিনষ্টকরণ স্থানের ঠিকানা

৫। পরিবহণ ও বিশোধন

(ক) চিকিৎসা-বর্জ্যের পরিবহণ পদ্ধতি, যদি থাকে ঃ

(খ) বিশোধন পদ্ধতি (পদ্ধতিসমূহ) ঃ

৬। বিশোধন ও বিনষ্টকরণ পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (বিস্তারিত সংযুক্ত করুন)

৭। বর্জ্যের প্রকার ও পরিমাণ

(ক) নাড়াচাড়া করা হইবে এমন বর্জ্যের বিভাগ (তফসিল ১ দ্রষ্টব্য)

(খ) নাড়াচাড়া করা হইবে এমন বর্জ্যের মাস ভিত্তিক পরিমাণ (বিভাগ ভিত্তিক)

ঘোষণা ঃ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-উক্ত বিবরণ ও তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করি নাই। আমি এতদ্বারা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই বিধিমালা অনুসারে চাহিত আরও কোন তথ্য সরবরাহ এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন শর্তাবলী প্রতিপালন করিব।

তারিখ ঃ আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনকারীর পদমর্যাদা

বিঃদ্রঃ

- লাইসেন্স গ্রহণের পর মালিকানা পরিবর্তনে বা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনে বা ঠিকানা পরিবর্তনে লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে ক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।
- কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এই লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্য নহে।

ফরম-২

[বিধি-৫ (৮) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স

ক্ষমতা প্রদানের নথিসংখ্যা ও ইস্যুর তারিখ .... কে ....স্থানে অবস্থিত প্রাঙ্গণে চিকিৎসা-বর্জ্য পৃথকীরণ, প্যাকেটজাতকরণ, মজুদকরণ, বিনষ্টকরণ ও ভস্মীভূতকরণ/চিকিৎসা-বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ/চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এতদ্বারা ক্ষমতা প্রদান মঞ্জুর করা হইল।

ইস্যুর তারিখ হইতে .... মাস সময় কালের জন্য এই ক্ষমতা প্রদান কার্যকর থাকিবে।

এই ক্ষমতা প্রদান নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলীর উপর নির্ভর করিবে।

তারিখ ....

স্বাক্ষর ....

পদমর্যাদা ....

ক্ষমতা প্রদানের শর্তাবলী*

(১) ক্ষমতাপ্রদান বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ/নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রদান বা উহার নবায়ন করণের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) ক্ষমতাপ্রদান যাহাকে মঞ্জুর করা হইয়াছে তিনি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে চিকিৎসা-বর্জ্য ভাড়া, ধার, বিক্রয়, হস্তান্তর, বা অন্য কোনভাবে পরিবহণ করিতে দিতে পারিবে না।

(৪) ক্ষমতাপ্রদান যাহাকে মঞ্জুর করা হইয়াছে তিনি আবেদনে উল্লেখিত কর্মচারী, সাজ-সরঞ্জাম বা কর্মরত অবস্থায় সংঘটিত কোন অননুমোদিত পরিবর্তন করিলে তাহা এই ক্ষমতা প্রদানের লঙ্ঘণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) যে ব্যক্তিকে/প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা প্রদান মঞ্জুর করা হইয়াছে তাঁহার কর্তব্য হইবে বিশোধন সুবিধা বন্ধ করিবার পূর্বে অবশ্যই নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা।

বিঃদ্রঃ *অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ কাটিয়া দিন

*নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনের নিরিখে সময় সময় আরো শর্তাবলী আরোপ করা যাইবে।

ফরম-৩

[বিধি-৬ (১)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

দুর্ঘটনা প্রতিবেদন

১. দুর্ঘটনার তারিখ ও সময় ঃ

২. দুর্ঘটনার স্থান ঃ

৩. দুর্ঘটনায় পতিত বর্জ্যের ধরণ ঃ

৪. দুর্ঘটনায় পতিত বর্জ্যের পরিমাণ (প্রকার ভেদে) ঃ

৫. দুর্ঘটনায় পতিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

৬. দুর্ঘটনায় পতিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষতির পরিমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

৭. দুর্ঘটনায় পতিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

৮. দুর্ঘনায় পতিত গাড়ীর নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

৯. দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণঃ

১০. মানবকূল বা পরিবেশের উপর প্রভাব/ক্ষতিঃ

১১. তাতক্ষণিকভাবে গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ

১২. অন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাঃ

১৩. দুর্ঘটনা পরবর্তী গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

১৪. দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপের সুপারিশসমূহঃ

তারিখঃ.................................

প্রতিবেদন প্রেরণকারীর স্বাক্ষর

নাম..

পদবী ....

ঠিকানা ....

টেলিফোন নং.....................................

লাইসেন্স এর ধরণ ও নং ....

- দুর্ঘটনার পর পর চিকিৎসা-বর্জ্য "সংগ্রহ ও পরিবহনকারী" বা "প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অপসারণকারী" ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত কর্মকর্তা/কর্মচারী এই রিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক/সরকার নির্ধারিত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে ।

ফরম-৪

[বিধি-৬ (১) (ছ) দ্রষ্টব্য]

বার্ষিক প্রতিবেদন

(১) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ ....
....
....

(২) পরিচালনাকারীর নাম ও পদবী ঃ..

(৩) টেলিফোন নংঃ................................. ফ্যাক্স নং...

(৪) প্রতিষ্ঠানের ধরণ (টিক চিহ্ন দিন)

মেডিকেল	বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ	প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অপসারণ

(৫) যে বৎসরের জন্য এই প্রতিবেদন প্রযোজ্য ঃ..

(৬) বর্জ্য বিষয়ক তথ্য ঃ

মাসের নাম	বর্জ্যের পরিমাণ (কেজি)					
	সাধারণ	পুনঃব্যবহারযোগ্য	ক্ষতিকারক	ধারাল	তরল	মন্তব্য
জানুয়ারী						
ফেব্রয়ারী						
মার্চ						
এপ্রিল						
মে						
জুন						
জুলাই						
আগষ্ট						
সেপ্টেম্বর						
অক্টোবর						
নভেম্বর						
ডিসেম্বর						
মোট						

(৭) অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) ঃ

তারিখ ঃ ....

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর

অনুমোদিত ব্যক্তির স্বাক্ষর ঃ

নাম ....

পদবী ....

*স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক/অনুমোদিত কর্মকর্তার নিকট ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

ফরম-৫

[বিধি-১৪ দ্রষ্টব্য]

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের আবেদন

১. আপীলকারীর/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২. আপীলকারীর/প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ঠিকানা ও ফোন নং ঃ

৩. প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ

৪. মালিক/মালিকগণের নাম, ঠিকানা ও ফোন নং ঃ

৫. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে ধরণের সেবা প্রদান হয় তার বিবরণ ঃ

৬. যে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আপীল করা হল তার নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং ঃ

৭. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনামার সত্যায়িত ফটোকপি ঃ

৮. আপীলের জন্য দেয় ট্রেজারী চালানের কপি ঃ

৯. যে কারণে/অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপীল করা হলো তার বর্ণনা ঃ

১০. আপীলকারী কর্তৃত সংযুক্তির বর্ণনা ঃ

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভবিষ্যতে আপীলের প্রয়োজনে যে কোন তথ্য অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজন হইলে তা সরবরাহ করিব। এই আইনের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের (Appelate authority) সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং আমি/আমার প্রতিষ্ঠান তাহা মানিতে বাধ্য থাকিব/থাকিবে। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের (Appelate authority) সিদ্ধান্ত এর বিরুদ্ধে পুনরায় কোন আপীল বা আদালতে কোন প্রকার কেস করিব না, যদি করি বা আমার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করা হয় তাহা হইলে আইনের নিকট দোষী সাব্যস্ত হইব/হইবে।

তারিখ ....

....

আপীলকারীর স্বাক্ষর

নাম ....

পদবী ....

ঠিকানা ....

টেলিফোন নং ....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ,এইচ,এম রেজাউল কবির এনডিসি

সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd